ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার নব দিগন্তের সূচনা হলো

৯ এপ্রিল আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের বৃহত্তম ক্যান্সার হাসপাতাল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার নব দিগন্তের সূচনা হলো। তিনি আরো বলেন, আমি আশা করব, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ক্যান্সার রোগীরা যাতে অতি সহজে এবং কম খরচে এখানে চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখবেন।

প্রধানমন্ত্রী এ প্রতিষ্ঠানটিকে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী, সাবেক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রফিকুল হক। আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন মিশনের উপদেষ্টা সৈয়দা দীনা হক।

প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং উদ্বোধনের পর শেখ হাসিনা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্বোধন

১২ এপ্রিল আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন উপলক্ষে রাজধানীর ইকবাল রোডে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতোয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনো-চিকিৎসক ডাঃ আখতারুজ্জামান সেলিম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আবু তালেব এবং বাংলাদেশ ইয়ুথ ফাস্ট কনসার্ন এর কান্ট্রি ডাইরেক্টর ড. পিটার হালদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি বলেন- মাদক সমস্যা আমাদের দেশের একটি চিহ্নিত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে ২৫ শয্যার যে চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করেছে তা খুবই সময় উপযোগী ও যথার্থ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন- আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসা মেয়াদ সর্বনিম্ন ৩ মাস। এই কেন্দ্রে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীরা জীবনের ভুলত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার শারীরিক চিকিৎসা এবং কাউন্সিলর ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা দলগত কাউন্সেলিং, একক কাউন্সেলিং ও পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করবেন।

সম্পাদকীয়

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও স্বাস্থ্য খাতে বর্তমানে ক্যান্সার একটি বড় হুমকি। সময়ের সাথে এই রোগের আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এর আধুনিক এবং যুগপোযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও অপ্রতুল। তাই যারা উচ্চবিত্ত এবং সামর্থ্যবান তাদের বেশিরভাগ দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে যান। কিন্তু উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষদের জন্য এটা সম্ভবপর হয় না। দেশে এই চিকিৎসার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি করতে এগিয়ে এসেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবা সহজলভ্য করতে তথা জাতীয় পর্যায়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য প্রথমে মিরপুরে ৪২ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার এবং জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। যা যুগপযোগী এবং বিশ্বমানের ক্যান্সার হাসপাতালের সকল সেবা নিয়ে ১০ এপ্রিল ২০১৪ থেকে উত্তরায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল এর যাত্রা শুরু হয়েছে।

ক্যান্সার এর মতো এদেশে আরো একটি বড় সমস্যা মাদক। বর্তমানে পুরুষ মাদকাসক্তির সাথে সাথে নারী মাদকাসক্তির সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু মহিলাদের জন্য এই চিকিৎসা সেবা একবারেই অপ্রতুল। এই সমস্যা মোকাবেলা করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- আমিক ১২ এপ্রিল ২০১৪ থেকে নারীদের জন্য ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুরে আধুনিক এবং মানসম্মত নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা এবং পুনবার্সন কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করেছে।

এছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনের প্রণয়নকৃত ধূমপানমুক্তকরণ গাইড লাইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের সাথে প্রতিনিয়ত এডভোকেসি ছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের কর্মকর্তাদেরকে সচেতন করতে নিয়মিত করা হচ্ছে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা। এছাড়াও অব্যাহত রয়েছে ধূমপান বিরোধী সচেতনতামূলক ভ্রাম্যমান মিউজিকাল কনসার্ট, সরকারকে উক্ত আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহায়তা করা, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদক এবং ধূমপান বিরোধী সচেতনতামূলক সভা বা কর্মসূচি, দেশব্যাপী রেস্তোরাঁ মালিকদের সাথে রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপান মুক্ত রাখতে নিয়মিত এডভোকেসি করা ইত্যাদি কার্যক্রম।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৫ম বর্ষ ■ ১৪ সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
শেখর ব্যানার্জি, উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সুস্থতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

"রিকভারি ইজ এ জার্নি টুওয়ার্ড এ বেটার লাইফ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুর ১৫ ফেব্রুয়ারি আয়োজন করে দিনব্যাপী ৫ম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জাতীয় মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ অভ্র দাস ভৌমিক ও ডাঃ মেখলা সরকার, এফএইচআই ৩৬০-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কেএসএম তারিক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপের আহবায়ক নাসরিন ইয়াকুব, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার প্রজেক্ট ম্যানেজার মাহফিদা দিনা রুবাইয়া, ক্লিনিক ম্যানেজার ডাঃ নায়লা পারভিন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও আমিকের প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল বক্তব্য প্রদান করেন। সেন্টার ম্যানেজার সাইফুল আলম কাজলের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। বক্তারা বলেন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মাদক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তির জন্য পুনর্বাসন ও পারিবারিক সহযোগিতা প্রয়োজন। পুনর্মিলনীতে মতবিনিময়, রিকভারী কাউন্টডাউন, গেম, র‍্যাফেল ড্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩শ জন মাদক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

মাদকমুক্ত জীবন গড়তে পারিবারিক সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন যাবত সুঁই-সিরিঞ্জ দিয়ে নেশা গ্রহণকারীদের মাদকাসক্তির চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সুস্থতা ধরে রাখতে তাদের পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় মধুমিতা প্রকল্পের আয়োজনে এবং কেয়ার বাংলাদেশ হাজারীবাগ ডিআইসির সহযোগিতায় ২৮ জানুয়ারি ও ১৯ মার্চ ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সদস্য, মধুমিতা প্রকল্পের কমিউনিটি কাউন্সেলর ও হাজারীবাগ ডিআইসি ম্যানেজার।

একই লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোরে ৩১ জানুয়ারি পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে যাওয়া ২০টি পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

যশোর কেন্দ্রের মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সুস্থতাপ্রাপ্তদের পুনর্মিলনী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২২ ফেব্রুয়ারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ভেকুটিয়া, যশোর-এ প্রথম বারের মতো রিকভারি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত, প্রশান্তির প্রার্থনা ও দলীয় সংগীত এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এবং পর্যায়ক্রমে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফল ড্র ও রিকভারি কাউন্ট ডাউন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রিকভারি, অভিভাবক ও স্থানীয় সুধিজনসহ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোর-এর উপ-পরিচালক মাসুদ হোসেন, সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম। সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের গাজীপুর কেন্দ্র ব্যবস্থাপক সাইফুল আলম কাজল। উক্ত পুনর্মিলনীতে গাজীপুর কেন্দ্রের একজন রিকভারি আনন্দ রহমান এবং যশোর কেন্দ্রের রিকভারি রুদ্র মোহাম্মদ শেয়ারিং করেন।

আত্মসহায়ক দল "শাপলার" মাসিক মতবিনিময় সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আমিক-মধুমিতা প্রকল্প এর আয়োজনে ২২মার্চ মধুমিতা প্রকল্প এর শাপলা রিকভারি দল এর সেলফ্ হেল্প গ্রুপ মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় শাপলা রিকোভারিদের দলের প্রধান মোঃ রহমতউল্লাকে সভাপতি ও মোঃ শাহীন চৌধুরীকে পরিচালনাকারী হিসাবে নির্বাচন করে সেলফ্ হেল্প গ্রুপ মিটিং-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় একজন মাদক মুক্ত ব্যক্তির সমস্যা, সেলফ্ হেল্প গ্রুপ মিটিং-এ কীভাবে রিকোভারি সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় এবং শেয়ারিং মিটিং-এ রিকোভারিরা নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যত জীবনের করণীয় দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

লিগ্যাল সাপোর্ট গ্রুপ-এর সহায়তায় মুক্তি পেলেন

পুলিশের হাতে আটক হয়ে দীর্ঘ ৯ মাস বিচার বহির্ভূত কারাভোগের পর মধুমিতা প্রকল্পের লিগ্যাল সাপোর্ট গ্রুপ এর সহায়তায় মুক্তি পেলেন এক ব্যক্তি। আমিক মধুমিতা প্রকল্পের-চাঁনখারপুল সেন্টারে সুঁই-সিরিঞ্জের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের আইনগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লিগ্যাল সাপোর্ট গ্রুপ কাজ করে থাকে। গত ২২ মার্চ কাজের অগ্রগতি, বাঁধা এবং পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আইনগত সহায়তা কমিটির সাথে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন- সমাজ সেবক, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, আইনজীবি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ। সভায় সহায়তা কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট মোস্তাক আহম্মেদ সরকার গত জানুয়ারি মাসে মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জামিন নিতে সক্ষম হওয়ায় কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

যশোর কেন্দ্রে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা সম্মিলিতভাবে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে চিকিৎসারত রোগীদের অংশগ্রহণে কেন্দ্রে, স্বাধীনতা রক্ষার চেতনায় "চেতনা" শিরোনামে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ, বিভিন্ন রকম খেলাধুলা-ক্রিকেট, দাবা, কেরাম, পুরস্কার প্রদানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জরিপ তথ্য: রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অকার্যকর

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩ ধারা ৬ অনুসারে হাসপাতালসহ পাবলিক প্লেসসমূহে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। আইন ও বিধিমালা অনুসারে হাসপাতালে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ রাজধানীর ৬টি হাসপাতালে জরিপ করে এই আইন কার্যকর করতে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দেখা গিয়েছে।

১৬ এপ্রিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যালয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে জরিপের এই প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ২২-২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২৯-৩১ মার্চ দু'দফায় রাজধানীর ৬টি হাসপাতালে এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ অন্যান্য তামাক বিরোধী সংগঠন। হাসপাতালগুলো হচ্ছে- বারডেম হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ঢাকা শিশু হাসপাতাল।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। আরো উপস্থিত ছিলেন ইসি বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আরিফ সিকদার, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের অধ্যাপক সোহেল রেজা চৌধুরী, তামাক বিরোধী নারী জোটের আহ্বায়ক ফরিদা আখতার ও প্রজ্ঞা-এর কো-অর্ডিনেটর ইমতিয়াজ রসুল।

সংবাদ সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইসি বাংলাদেশ এবং তামাক বিরোধী নারী জোট।

রাজধানীর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূমপান ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

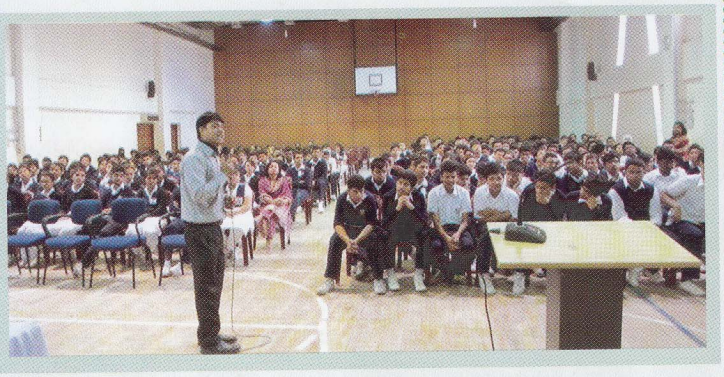

ধূমপান থেকেই মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১১ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ৩৯% এবং ১৬ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ৪১% প্রথমে তামাক/ধূমপান এবং পরে মাদক আসক্ত হয়। তাই এই জনগোষ্ঠীকে ধূমপান ও মাদক বিষয়ে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্কলাস্টিকা স্কুল: গত ৩০ জানুয়ারি স্কলাস্টিকা স্কুলে মাদক বিষয়ক সচেতনতা ও জীবন দক্ষতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্কলাস্টিকা স্কুলের প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মিসেস ফারাহ্ আহমেদ, সহকারী অধ্যক্ষ মিসেস মিতা কাদের, স্টুডেন্ট কাউন্সেলর কোহিনূর বেগম চৈতিসহ অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি: ১৪ ফেব্রুয়ারি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাভার ক্যাম্পাসের স্নাতক অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য তামাক ও মাদক বিরোধী বিষয়ক সচেতনতা ও জীবন দক্ষতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কাউন্সেলিং ইউনিট কনসালটেন্ট ফরিদা আক্তার, সহকারী ক্যাম্পাস সুপারিনটেনড রিহান আহমেদ এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সালেহ সিদ্দীক, ব্র্যাকের কাউন্সেলর আন্নি এন্টনিও বারই এবং মনজিয়া মুসতাক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমে ভিডিও চিত্রে তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়। মুক্ত আলোচনায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী ধূমপান করার জন্য যে আলাদা জায়গা রয়েছে তা বাদ দেয়ার কথা বলে। উক্ত কর্মশালায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ৪৫০জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

খিলগাঁও মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ: ২৩ মার্চ খিলগাঁও মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কানাই লাল সরকার ও উপাধ্যক্ষ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খিলগাঁও শাখার ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটিতে প্রায় ২০০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস এবং ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করুন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা এবং বিজ্ঞাপন ধ্বংস

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ (সংশোধনী) অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানীগুলো সুকৌশলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রেখেছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিপন্থী। কিন্তু কোম্পানীগুলো বিশেষ করে যুবসমাজকে ধূমপানে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ভিন্ন ও নতুন নতুন কৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার করে যাচ্ছে।

ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিলু রায় ১২ ফেব্রুয়ারি ওয়ারী থানা পুলিশের সহায়তায় ঢাকার ওয়ারী এলাকায়, ১০ মার্চ ধানমন্ডি মডেল থানা পুলিশের সহায়তায় ধানমন্ডির মিরপুর রোডস্থ সোবাহানবাগ এলাকায় এবং ১৩ এপ্রিল মিরপুর মডেল থানা পুলিশের সহায়তায় মিরপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। যেসব প্রতিষ্ঠানের জরিমানা ও বিক্রয়কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন ধ্বংস করা হয় তা হলো-

সুপার সপ স্বপ্ন: ওয়ারীর অভিজাত সুপার সপ স্বপ্নকে পয়েন্ট অব সেল মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানির মালবোরো সিগারেটের ব্যান্ড সম্বলিত বক্স-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য পূর্বের দ্বিগুণ হারে ৬০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে। পাশাপাশি কালো রং এর প্রলেপ দিয়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ধ্বংস করা হয়।

শরিফ জেনারেল স্টোর: শরিফ জেনারেল স্টোরকে মালবোরো সিগারেটের ব্যান্ড সম্বলিত বক্স দিয়ে দোকান সজ্জিত করার জন্য ১০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

স্বচ্ছ জেনারেল ষ্টোর: ধানমন্ডির মিরপুর রোডস্থ সোবাহানবাগ এলাকায় স্বচ্ছ জেনারেল স্টোরকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর ব্যানসন এন্ড হেজেস নামক ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

হাবানা টোব্যাকো শপ: ধানমন্ডি সীমান্ত স্কয়ারের নিকটে হাবানা টোব্যাকো সপকে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ও বিক্রয় কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন ধ্বংস করে।

জি-মার্ট সুপার শপ: মিরপুর-২ এলাকায় জি-মার্ট সুপার সপকে ঢাকা টোব্যাকো কোম্পানীর মালবোরো সিগারেট ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

গাজী স্টোর: মিরপুরস্থ গাজী স্টোরকে টোব্যাকো কোম্পানির মালবোরো সিগারেট ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর (তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করার বিভিন্ন ...)

প্রিন্স বাজার: মিরপুর-১-এর প্রিন্স বাজারকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর ব্যানসন এন্ড হেজেস নামক ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

সবুজ স্ন্যাকস স্টোর: মিরপুরস্থ সবুজ স্ন্যাকস স্টোরকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর ব্যানসন এন্ড হেজেস নামক ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

রুবেল টি স্টোর: এছাড়া মিরপুস্থ রুবেল টি স্টোরকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর ব্যানসন এন্ড হেজেস নামক ব্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

সনি সিনেমা হল: পাবলিক প্লেস হিসেবে মিরপুর- ২ অবস্থিত সনি সিনেমা হল কতৃপক্ষকে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শন না করায় ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শফি সাহী পান বিতান: অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট সিগারেট বিক্রি করায় মিরপুরস্থ শফি শাহী পান বিতানকে ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও ওয়ারীর জয়কালী মন্দির এলাকা ও রাজধানী মার্কেট পরিদর্শন করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যকো কোম্পানীর ব্রান্ড ব্যানসন এন্ড হেজেস এর একাধিক বিজ্ঞাপনের বক্স কালো রং দিয়ে প্রলেপ দিয়ে ধ্বংস করা হয় এছাড়া পাবলিক প্লেস হিসেবে রাজধানী মার্কেটে ধূমপান করার অপরাধে চার ব্যক্তিকে তিনশত টাকা করে সর্বমোট ১২০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

ধানমন্ডি এলাকায় পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য ১০ জন ব্যক্তি থেকে ২৬৫০ টাকা জরিমানা আদায় করে। এরই সাথে রাস্তার পাশের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনকৃত সিগারেট বিক্রির ৫টি বক্স কালো রং দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয়।

মিরপুর এলাকায় পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য ৭ ব্যক্তি থেকে ২১০০ টাকা জরিমানা আদায় করে ও একজন চীন দেশের নাগরিককে পাবলিক প্লেসে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়।

উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "এডভোকেসি ফর কমপ্রিহেনসিভ ইমপ্লিলিমেন্টশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল 'ল' ইন ঢাকা সিটি" প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীকে একটি ধূমপানমুক্ত নির্মল স্বাস্থ্যকর পরিবেশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা প্রশাসককে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইন প্রচারে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা একুশে বই মেলায় এবং ২০ মার্চ দক্ষিণখান, কুড়িল বিশ্বরোড খিলক্ষেতসহ উত্তরার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজধানীর শাহাবাগ একুশে বই মেলা থেকে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান। এরপর টিএসসি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর এবং প্রেসক্লাবের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ট্রাকের অস্থায়ী মঞ্চে তামাক ও ধূমপান বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গানের মাধ্যমে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও সংশোধিত আইনের নতুন এবং সংশোধনী দিক তুলে ধরা হয়। এসময় উপস্থিত জনগণের মধ্যে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্বলিত ব্রুশিয়ার এবং স্টিকার বিতরণ করা হয়।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এডভোকেসি সভা

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের "এডভোকেসি ফর কমপ্রিহেনসিভ ইমপ্লিলিমেন্টশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল 'ল' ইন ঢাকা সিটি" প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ৩১ মার্চ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল- ৪ এর সেমিনার কক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত প্রকল্প নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা প্রদান করছে এমন ৪টি সংগঠন যেমন- ইউটিপিএস, নারী মৈত্রী-২, সৃজন এবং কেএমএসএস সংস্থার পরিচালিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডাক্তার, কাউন্সেলর এবং ফিল্ড সুপারভাইজারদের অংশগ্রহণে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল- ৪ এর নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল- ৪ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ইউপিএইচসিএসডিপি এর প্রোগ্রাম অফিসার ডাক্তার মাহমুদা আলী এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইভা নাজনীন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর আওতাভুক্ত এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচলনা করছে। এই কাজের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর জন্য ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৫ম পৃষ্ঠার পর (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ধূমপানমুক্ত...)

প্রকাশনায় সাহায্য করে। উক্ত কাজের অংশ হিসেবে ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য ৩১ মার্চ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগ.জেনারেল একে এম মাসুদ আহসান এর সভাপতিত্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শিকদার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি তাইফুর রহমান মুক্ত আলোচনার সময় বলেন, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্দেশনা যখন প্রকাশিত হয় তখন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধিত হয়নি তাই এ নির্দেশিকাটি সংশোধন আকারে রিপ্রিন্ট করা জরুরি। তিনি আরো বলেন, আইনে স্মোকিংজোন রাখার কথা রয়েছে কিন্তু সেটা আচ্ছাদিত স্থান না হয়ে মুক্ত পরিবেশ হতে হবে এবং সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে সিটি কর্পোরেশনের এসআইদের যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তারা চাইলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রশাসক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম শিকদার বলেন- ধূমপান ও মাদক সমাজের অভিশাপ যা অচিরেই দূর করা জরুরি। তামাকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অর্থ সবই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগ. জেনারেল একেএম মাসুদ আহসান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদেরকে প্রচার প্রচারণার দিকটি বেশি গুরত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে মানুষের আচরণ পরিবর্তনের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। আইন সর্ম্পকে ও স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে যত বেশি জানবে, মানুষ ততবেশি সচেতন হবে এবং ধূমপান হতে বিরত থাকবে।

বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে যৌথ কর্মশালা

২২ মার্চ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে যৌথ পর্যায়ে এক কর্মশালা। ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন জেলা শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ঢাকা মহানগরীর সুনামখ্যাত রেস্তোরাঁর মালিকেরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কোমর উদ্দিন আহম্মেদ খোকন-এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন সমিতির মহাসচিব এম রেজাউল করিম সরকার রবিন, যুগ্ন মহাসচিব আলহাজ এসএম মোতাহার হোসেন স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মেজাম্মেল হক রুবেল। উক্ত কর্মশালায় ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসহ তামাক ও ধূমপানের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, মৃত্যু ঝুঁকি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও এর বাস্তবায়ন নিয়ে বিশদ আকারে আলোচনা করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন- আমিক এর প্রতিনিধি জাহিদ ইকবাল। কর্মশালায় উপস্থিত বিভিন্ন জেলা শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের নিজ নিজ এলাকার রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত রাখার পাশাপাশি রেঁস্তোরাসমূহ পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখবেন বলে তারা ঘোষণা দেন। কর্মশালা শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে রেস্তোরাসমূহ ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা ও ধূমপানমুক্ত রেস্তোরাঁ লেখা সাইনেজ বিতরণ করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

হক-বুলু আহ্ছানিয়া মিশন হাসপাতালে ফ্রি গাইনি ও চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে পটুয়াখালীর শিয়ালিতে অবস্থিত হক-বুলু আহ্ছানিয়া মিশন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ১ ও ২ জানুয়ারি, দুই দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়। ঢাকা থেকে আগত গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাঃ নায়লা পারভীন-এর নেতৃত্বে ডাঃ নবীন কুমার হাওলাদার এবং ডাঃ আরাফাত আল ফেরদৌসের সহযোগিতায় উক্ত ক্যাম্পের ১ম দিন সর্বমোট ১১৫ জন গরিব ও দুস্থ মহিলাদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। ২ জানুয়ারি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় অত্র হাসাপাতালে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বরিশাল ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় উক্ত চক্ষু ক্যাম্পে প্রায় ২০০ জন দরিদ্র চক্ষু রোগীকে চিকিৎসা ও পরামর্শ সহায়তা দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৪৫ জন রোগীর বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন এবং লেন্স লাগানো হয়। দুই দিনব্যাপী এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে পটুয়াখালী সদর, দুমকি, গলাচিপাসহ অন্যান্য উপজেলা থেকে আগত দরিদ্র রোগীরা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে।

গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ০৬ ফেব্রুয়ারি আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার-১ এর কর্ম এলাকার এসএল ট্রাস্ট গার্মেন্টস এর ৫০ জন কর্মী এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার- ৫ এর কর্ম এলাকার নিক্সন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ফ্যাক্টরীর ৫০ জন কর্মীকে নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপর ওরিন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইউপিএইচসিএসডিপি, জিএফএটিএম,টিবি কন্ট্রোল প্রেগ্রাম এর- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ডিএনসিসি, পিএ-০৫এর

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর (গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে যক্ষ্মা...)

ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পিএইচসিসি- ১ এর ফিজিশিয়ান ডাঃ রেহনুমা আফরিন যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি নিক্সন ইন্ডাসট্রিজ লিঃ এর ওরিয়েন্টশন সভায় পিএইচসিসি- ৫ এর ফিজিশিয়ান ডাঃ মাসুমা রহমান যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, ডট্স চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও ব্যাবস্থাপনা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়সমূহ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

কমিউনিটি লিডারদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার-৪ এর কর্ম এলাকার কমিউনিটি লিডারদের নিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপর এক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ২৫ জন কমিউনিটি লিডার অংশগ্রহণ করে। সভায় উক্ত ক্লিনিকের ফিজিশিয়ান ডাঃ আকলিমা আক্তার ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। ইউপিএইচসিএসডিপি, জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এর- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন যক্ষ্মা কার্যক্রম, যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। ওরিয়েন্টশন সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক-এর টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম সেক্টর স্পেশালিষ্ট মোঃ আক্তার হোসেন।

ননগ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ০৬ মার্চ আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টার-১ এর কর্ম এলাকার নন-গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ওরিয়েন্টশন সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে ইউপিএইচসিএসডিপি, জিএফএটিএম,টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এর- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ডিএনসিসি, পিএ-০৫এর ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপন

"যক্ষ্মার সেবা সবার তরে পৌঁছে দেব ঘরে ঘরে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৪ মার্চ আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়। সকালে শাহবাগ এর জাতীয় যাদুঘর থেকে র‍্যালির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু করা হয়। র‍্যালিতে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডাইরেক্টর এবং আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর এবং ব্র্যাক-এর এসোসিয়েট হেলথ ডাইরেক্টর এবং আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

একই লক্ষ্যে আমিক মধুমিতা প্রকল্প চাঁনখারপুল সেন্টারের ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। র‍্যালি, ইনহাউজে যক্ষ্মা বিষয়ে সেশন প্রদান, যক্ষ্মা বিষয়ে শিক্ষামূলক ফিল্ম শো প্রদর্শন, কুইজ প্রতিযোগিতা কুইজ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং ক্লায়েন্টদের জন্য বিশেষ খাবার এর আয়োজন করা হয়।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের বার্ষিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক-এর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম কুমিল্লা সিওসিসি, পিএ-১ ও ঢাকা উত্তরা ডিএনসিসি পিএ-৫ এর ১৮ জানুয়ারি উত্তরা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দিনব্যাপী বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় মিশনের ক্যান্সার হাসপাতাল এর বিভিন্ন বিভাগ প্রর্দশন ক্যান্সার থেরাপী সেবার উপর তথ্য প্রদান ও ক্যান্সার হাসপাতালের সেবার অগ্রগতি নিয়ে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্যান্সার হাসপাতাল পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ফজলে রহিম। পরবর্তীতে প্রজেক্টের প্রোগ্রাম রির্পোট ও ফাইনান্সসিয়াল রিপোর্ট অগ্রগতিসহ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। প্রকল্প আগামীতে আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং তা সমাধানের জন্য মতামত প্রকাশ করা হয়। সেরা স্যাটেলাইট, সেরাকর্মী ও সেরা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপি এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আমিক ডে ২০১৪

গাজীপুরের মৌচাকে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হলো 'আমিক ডে'। আমিকের সকল প্রকল্পের প্রায় ২৫০ জন স্টাফসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা এবং আমিকের শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। 'আমিক ডে' উপলক্ষে খেলা, র‍্যাফেল ড্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, আমিকের এই মিলন মেলায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং আমিকের কর্মকর্তারা তাদের কার্যক্রম আরো সফলতার সাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি শুভকামনা করেন। এছাড়াও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক, প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুস সোবহান, কনসালটেন্ট নজরুল ইসলাম, হেড অফ এইচ আর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, উপ-পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, ফিন্যান্স ইনস্টিটিউট প্রধান মনজুর মোঃ কাওছার উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবু মাসুদ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল-এর সমন্বয়কারী মোঃ আমিন উল হাসান, সিটিএফকের ডিরেক্টর বাংলাদেশ প্রোগ্রাম তাইফুর রহমান। সবশেষে খেলা এবং র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে 'আমিক ডে' শেষ হয়।

বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন

জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের আওতায় উত্তরায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা স্বল্পমূল্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্র। এর মাধ্যমে উত্তরা, বাড্ডা এলাকার জনগণের জন্য বিশেষ করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই দিন কাউন্সেলিং সেবায় নারী দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে সেশন নেয়া হয়। সেশনে বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং সেবা অধিকার ও বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এই দিনে নগর মাতৃসদনে যে সকল ডেলিভারী রোগী মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছে তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের সার্ভিস চার্জ নেয়া হয় নি, এমনই একজন রোগীর নাম মোছাঃ সায়দা, স্বামীর নাম মোঃ রিপন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর নগর মাতৃসদনে ৮ মার্চ তাদের সিজারিয়ান করে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন (আমিক) আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প কুমিল্লা ৭ এপ্রিল জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে ও এনজিওদের সহযোগিতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। সকালে কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাস থেকে র‍্যালি বের হয়। উক্ত র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডাঃ মজিবুর রহমান। এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল "মশা-মাছি দূরে রাখি রোগ বালাই মুক্ত থাকি" র‍্যালিটি কুমিল্লা শহর ঘুরে টাউন হল প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে কুমিল্লা টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, স্বাগত বক্তব্য দেন ডেপুটি সিভিল সার্জন আলহাজ্জ ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাঃ ইমাম উদ্দীন, সভাপত্বিত করেন কুমিল্লার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিবর রহমান।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:
গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,
ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ৮১৫১১১৪

আমিকের নতুন প্রকাশনা

আমিকের ৩টি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- "আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র" শিরোনামে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত একটি ব্রুশিয়ার এবং "হক-বুলু আহ্ছানিয়া মিশন হাসপাতাল" ও "আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট" শিরোনামে স্বাস্থ্য সেবার তথ্য বিষয়ক দুটি লিফলেট।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূরবী অফসেট প্রেস, ৭২৬/২৮, আদাবর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd